যায়যায়দিন

তারিখ: ৭/১২/১২
পৃষ্ঠা: ১৬ কলাম: ২

মাউশি ভেঙে দুটি অধিদপ্তর করার সুপারিশ : নাখোশ শিক্ষা ক্যাডার

এম মামুন হোসেন

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) ভেঙে ফেলার সুপারিশ করেছে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি)। মাউশিকে ভেঙে পৃথক অধিদপ্তর করার সুপারিশসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার তদারকির জন্য উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অন্য যেকোনো ক্যাডারের কর্মকর্তা দিয়ে পূরণ করা যাবে বলে সুপারিশে মত দেয়া হয়েছে। এদিকে মাউশিকে ভেঙে ফেলার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সংগঠন, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি।

জানা গেছে, মাউশির অধীনে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টটি (এসইএসডিপি) ২০০৭ সালে চালু হয়। প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা পদ্ধতিতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালুসহ বেশ কয়েকটি ইতিবাচক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি ওই প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনতে মাউশিকে ভেঙে দু'টি আলাদা অধিদপ্তর করার

ভেঙে : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

ভেঙে : মাউশি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সুপারিশ সংবলিত একটি প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

সরকারি, বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, এমপিওভুক্তি (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার), টাইম স্কেলসহ শিক্ষক-কর্মচারীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তদারকি করে মাউশি। চরম হয়রানি আর ধরচাপাতি ছাড়া মাউশিতে কোনো ফাইল টেবিল বদল হয় না। ঘুষ, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় শিক্ষকদের কাছে মূর্তমান আতঙ্কের অপর নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে 'মাউশি'।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বলা হয়েছে নতুন শিক্ষা কাঠামোয় দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এ লক্ষ্যে হাইস্কুলগুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করা হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম ও দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করা হবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হলে এমনিতেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম তদারকির জন্য আলাদা প্রশাসনের প্রয়োজন পড়বে।

এদিকে মাউশিকে ভেঙে ফেলার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি। সম্প্রতি সংগঠনটি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে মাউশিকে বাইফারকেশন অর্থাৎ পৃথক অধিদপ্তরে ভেঙে না ফেলার জোর দাবি জানিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন জানান, দেশের বেশিরভাগ সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণীর পাশাপাশি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা চালু রয়েছে। তিনি বলেন, এতে করে সরকারি কলেজগুলো দ্বৈত শাসনে পড়বে, শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হবে। ফলে সরকারি কলেজগুলো থেকে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী তুলে দিতে হবে। আর শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজগুলোর মতো শ্রেষ্ঠতম কলেজগুলোতে অধ্যয়নের সুযোগ হারাবে। তিনি জানান, বি এল কলেজ, খুলনা; এমএম কলেজ, যশোর; আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ; রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর প্রভৃতিতে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী তুলে দিলে এ জেলাগুলোতে মেধাশূন্যতা দেখা দেয়। জেলাগুলোর জনগণের দীর্ঘদিনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কলেজগুলোতে পুনরায় উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী চালু করা হয়। তিনি বলেন, মাউশি বাইফারকেশন করার ফলে সরকারি কলেজে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে পাঠদান করা বন্ধ হলে ভবিষ্যতে দেশে দীর্ঘ মেয়াদে মেধাশূন্যতা সৃষ্টি হবে। শুধু তাই নয়, মাউশির মহাপরিচালক পদটি শিক্ষা ক্যাডারের সিডিউলভুক্ত সর্বোচ্চ পদ। বাইফারকেশনের মাধ্যমে এ পদটি অন্য ক্যাডার দিয়ে পূরণের পাঁয়তারা চলছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান-উর-রশীদ এ প্রসঙ্গে যায়যায়দিনকে বলেন, মাউশির কর্মকাণ্ড বিকেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে। তবে জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য আলাদা অধিদপ্তর ও উচ্চশিক্ষার জন্য আরেকটি অধিদপ্তরের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য আলাদা অধিদপ্তর করার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, মাউশিকে বিকেন্দ্রীকরণ না করে বাইফারকেশন (পৃথক) করা সরকারের সিদ্ধান্ত। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কোনো ক্যাডারের কর্মকর্তা হবেন; তা উল্লেখ নেই জানিয়ে তিনি বলেন, সেনা কর্মকর্তাকেও অধিদপ্তরের মহাপরিচালক করা হয়েছিল। সরকার যে কাউকে এ পদে নিয়োগ দিতে পারে।